গবেষণার প্রতি আগ্রহ ও গবেষণাভিত্তিক পেশা বেছে নেওয়ার প্রবণতা: রাজশাহী কলেজের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওপর একটি বিশ্লেষণ

গবেষক:
আনিকা মাহবুবা[১*], মোঃ পাপুল ইসলাম[১]

তত্ত্বাবধায়ক:
ড. ওয়াসীম মোঃ মেজবাহুল হক[২]

[১] সন্মান, ভূগোল ও পরিবেশ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
[২] অধ্যাপক, অর্থনীতি, রাজশাহী কলেজ

*যোগাযোগ:
০১৮৮৩০৯৬৫২২
mdpapulislam172004@gmail.com

সারসংক্ষেপ

গবেষণা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষায় গবেষণার সংস্কৃতি এখনো প্রত্যাশিত মানে পৌঁছায়নি, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণা-ভিত্তিক কর্মজীবন বেছে নেওয়ার প্রবণতা সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল রাজশাহী কলেজের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার প্রতি আগ্রহ এবং গবেষণাভিত্তিক পেশা বেছে নেওয়ার প্রবণতা বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় ক্রস-সেকশনাল জরিপপদ্ধতি ব্যবহার করে ২০টি ভিন্ন বিভাগের ১০২ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থী গবেষণার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছে; প্রায় ৮১% শিক্ষার্থী গবেষণামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী এবং ৭১.৫% ভবিষ্যতে নিজস্ব গবেষণা পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তবে, মাত্র ৩৮.২% শিক্ষার্থী নিয়মিত গবেষণাপত্র পড়ার অভ্যাসের কথা জানিয়েছে, যা আগ্রহ ও বাস্তব অনুশীলনের মধ্যে একটি ব্যবধান নির্দেশ করে। একইসঙ্গে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী মনে করে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, শিক্ষক-নির্দেশনা, এবং গবেষণা-ভিত্তিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি তাদের গবেষণা মনোভাব ও অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়ক হবে। সার্বিকভাবে, এই গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার প্রতি উচ্চ আগ্রহ থাকলেও, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও গবেষণা-ভিত্তিক কর্মজীবনে সম্পৃক্ত করতে আরও কাঠামোগত উদ্যোগ ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা অপরিহার্য।

মূল শব্দ: গবেষণার প্রতি আগ্রহ, গবেষণাভিত্তিক পেশা, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, গবেষণা সংস্কৃতি।

ভূমিকা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে একটি জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনে গবেষণা হয়ে উঠেছে জ্ঞান বিকাশের মূল চালিকাশক্তি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যা শুধু শিক্ষাগত মানোন্নয়নের জন্যই নয়, বরং একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্যও এটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে যেসব দেশ গবেষণাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তারা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছে। গবেষণা একটি জাতির টেকসই উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (UNESCO, 2021) বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করে তুলতে এবং গবেষণাভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে (Creswell, 2014; Altbach, 2009)। বাংলাদেশেও গবেষণার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে (Rahman & Uddin, 2019)। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার প্রতি আগ্রহ তৈরি হচ্ছে (Rahman & Uddin, 2019)। বিশেষ করে সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে অবস্থান করে, যেখানে তারা ভবিষ্যৎ পেশা ও জীবনধারা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সময়ে গবেষণার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং গবেষণাভিত্তিক পেশা বেছে নেওয়ার মানসিকতা কেমন তা নির্ণয় করা জরুরি। কারণ, এই প্রজন্মই ভবিষ্যতের গবেষক, শিক্ষক, নীতিনির্ধারক ও উদ্ভাবক হিসেবে দেশকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে (Shin & Kehm, 2013)। রাজশাহী কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। তাদের মধ্যে গবেষণার প্রতি আগ্রহ ও গবেষণাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের প্রবণতা কেমন, কোন কোন উপাদান তাদের প্রভাবিত করছে এবং তারা কোন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের মুখোমুখি হচ্ছে, এসব বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ ধরনের বিশ্লেষণ কেবল শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিত্রই প্রদান করবে না, বরং দেশের উচ্চশিক্ষা নীতি ও গবেষণামুখী পরিবেশ উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে (Altbach, 2009)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষার স্তরে গবেষণার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আশানুরূপ নয়। বিশেষত সম্মান ও স্নাতকোত্তর

স্তরে অনেক শিক্ষার্থী গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। Ahmed & Rahman (2022) উল্লেখ করেছেন যে, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি বলেই শিক্ষার্থীরা গবেষণায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না। তাদের গবেষণার প্রতি অনীহা বা সীমিত অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে গবেষণাভিত্তিক পেশা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। Khan et al. (2020) এর গবেষণায় দেখা যায়, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গবেষণাকে শুধুমাত্র একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্যাংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ফলে তারা গবেষণাকে জীবনের ভবিষ্যৎ পেশার সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী হয় না। এতে শুধু শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় না, একইসঙ্গে দেশের জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশও ব্যাহত হয়। গবেষণাভিত্তিক মনোভাব গঠনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, উপযুক্ত গবেষণা পরিবেশ এবং অনুপ্রেরণামূলক নীতি দরকার, যা এখনো অনেক প্রতিষ্ঠানে সীমিত।

রাজশাহী কলেজ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও শিক্ষাগতভাবে সমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Rajshahi College Presidency, 2023)। এই কলেজের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার প্রতি আগ্রহের মাত্রা এবং গবেষণাভিত্তিক পেশা বেছে নেওয়ার প্রবণতা নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানিক চিত্র নয়, বরং দেশের উচ্চশিক্ষার বৃহত্তর বাস্তবতা প্রতিফলনের সুযোগও তৈরি করে। রাজশাহী কলেজে বিপুল সংখ্যক সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত থাকলেও গবেষণার প্রতি তাদের আগ্রহের মাত্রা, গবেষণাভিত্তিক পেশার প্রতি ঝোঁক, এবং এই আগ্রহে প্রভাবকৃত উপাদানগুলো সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়নি। এর ফলে নীতি নির্ধারণ, শিক্ষার্থী উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা অনুপস্থিত রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে গবেষণা কার্যক্রমের প্রসার নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে, তবে বেশিরভাগই নীতি বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে (Rahman & Uddin, 2019; Altbach, 2009)। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণার প্রতি আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও গবেষণাভিত্তিক পেশা গ্রহণের প্রবণতা নিয়ে নির্দিষ্টভাবে খুব কম গবেষণা করা হয়েছে। বিশেষ করে রাজশাহী কলেজের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওপর এ ধরনের গবেষণা এখনো হয়নি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

- রাজশাহী কলেজের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতি আগ্রহের মাত্রা এবং গবেষণা-সংক্রান্ত পেশা সম্পর্কে তাদের মনোভাব যাচাই করা।
- শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আগ্রহ বাড়ানোর উপায়সমূহ অন্বেষণ করা এবং এ ক্ষেত্রে কলেজ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণগত (Quantitative) এবং বর্ণনামূলক (Descriptive) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এটি একটি ক্রস-সেকশনাল গবেষণা অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সময়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধরনের ডিজাইন গবেষণার সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদান করে, বিশেষত শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও প্রবণতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে।

নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী হিসেবে রাজশাহী কলেজের সম্মান শ্রেণির ১ম থেকে ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নমুনা নির্বাচনের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা । মোট নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ১০২ জন শিক্ষার্থী, যারা কলেজের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত রয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা সরঞ্জাম হিসেবে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলী (Structured Questionnaire) প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং প্রশ্ন পত্রে লিকার্ট স্কেল (Likert Scale) ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে স্কেলের মান ১ = একেবারেই একমত নই, থেকে শুরু করে ৫ = সম্পূর্ণ একমত। Google form এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে Informed Consent নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নাবলী অনলাইনের মাধ্যমে বিতরণ করে তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা ৭–৮ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণের জন্য SPSS (Version 22) এবং Microsoft Excel সফটওয়্যার ব্যবহার হয়েছে । বিশ্লেষণের প্রথম ধাপে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics) যেমন শতকরা হার ও গড় (Mean) নির্ণয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে লিঙ্গ বা বিভাগভিত্তিক পার্থক্য বিশ্লেষণ এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আগ্রহ ও গবেষণাভিত্তিক পেশা গ্রহণের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণা ফলাফল

সারণি ১

অংশগ্রহণকারীদের জনসংখ্যার প্রোফাইল (N = ১০২)

ভেরিয়েবল	ক্যাটাগরি	ফ্রিকোয়েন্সি	পার্সেন্টেজ (%)
লিঙ্গ	পুরুষ	৪৭	৪৬.১
	মহিলা	৫৫	৫৩.৯
শিক্ষাবর্ষ	১ম বর্ষ	৩৭	৩৬.৩
	২য় বর্ষ	১৬	১৫.৭
	৩য় বর্ষ	২৮	২৭.৫
	৪র্থ বর্ষ	২১	২০.৬
বিভাগ	২০টি বিভাগ	—	—

নারীদের সংখ্যা (৫৩.৯%) পুরুষদের (৪৬.১%) তুলনায় সামান্য বেশি ছিল। উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৩৬.৩%), এরপর তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা (২৭.৫%)। অংশগ্রহণকারীরা ২০টি ভিন্ন বিভাগ থেকে এসেছেন, যা একটি বৈচিত্র্যময় শিক্ষাগত প্রতিনিধিত্ব নির্দেশ করে।

সারণি ২

গবেষণা এবং গবেষণা-ভিত্তিক ক্যারিয়ারে আগ্রহ (N = ১০২)

বিবৃতি	একমত (%)	সম্পূর্ণ একমত (%)	নিরপেক্ষ (%)	দ্বিমত (%)
আমি গবেষণামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে আগ্রহী।	৬৭.৬	১২.৭	১৬.৭	২.৯
আমি নিয়মিত গবেষণা-সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়ি।	৩৩.৩	৪.৯	৩২.৪	২৯.৪
আমি গবেষণা সেমিনার/কর্মশালায় অংশ নিতে চাই।	৫২.৯	১৯.৬	২২.৫	৪.৯
আমি ভবিষ্যতে আমার নিজস্ব গবেষণা পরিচালনা করতে চাই।	৫৩.৯	১৭.৬	২৪.৫	৩.৯
গবেষণা-ভিত্তিক কর্মজীবন আমার কাছে আকর্ষণীয়।	৫১.০	১৯.৬	২২.৫	৬.৯
আমি গবেষণা কর্মজীবনকে সম্মানজনক মনে করি।	৫৮.৮	৩৭.৩	৩.৯	০.০
গবেষণা ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে।	৫০.০	৪৩.১	৫.৯	১.০
আমি গবেষণাকে একাডেমিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করি।	৫৮.৮	৩৪.৩	৪.৯	২.০

সামগ্রিকভাবে, উপাত্তগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার প্রতি একটি দৃঢ় ইতিবাচক মনোভাব প্রতিফলিত করে। প্রায় ৮১% উত্তরদাতা গবেষণামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং ৭১.৫% তাদের নিজস্ব গবেষণা পরিচালনার ইচ্ছা দেখিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ৯২% একমত বা সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন যে গবেষণা ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে। তবে, মাত্র ৩৮.২% (৩৩.৩% + ৪.৯%) নিয়মিত গবেষণাপত্র পড়ার কথা জানিয়েছেন, যা আগ্রহ এবং অনুশীলনের মধ্যে একটি ব্যবধান নির্দেশ করে।

সারণি ৩

প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও সহায়তা সম্পর্কে ধারণা (N = ১০২)

বিবৃতি	একমত (%)	সম্পূর্ণ একমত (%)	নিরপেক্ষ (%)	দ্বিমত (%)
আমি গবেষণা-সম্পর্কিত কর্মশালা/প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি।	২৬.৫	১১.৮	১৭.৬	৪৪.১
আমার বিভাগ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।	৪০.২	১০.৮	২৬.৫	২২.৫
আমার শিক্ষকরা গবেষণায় জড়িত হতে উৎসাহিত করেন।	৫৭.৮	১৪.৭	১৩.৭	১৩.৮
শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।	৪৭.১	৪৬.১	৬.৯	০.০
গবেষণার উপাদান পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।	৫১.০	৪২.২	৬.৯	০.০
সেমিনার/আলোচনা নিয়মিত আয়োজন করা উচিত।	৫৮.৮	৩০.৪	১০.৮	০.০
প্রতিযোগিতা এবং প্রণোদনা আগ্রহ বাড়াতে পারে।	৫৮.৮	৩৬.৩	৪.৯	০.০
ইন্টার্নশিপ/ক্ষেত্র গবেষণা অনুপ্রেরণা বাড়াতে পারে।	৫৮.৮	৩৩.৩	৭.৮	০.০

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ গবেষণা কার্যক্রমে উৎসাহিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও ৭২.৫% শিক্ষার্থী শিক্ষকদের দ্বারা গবেষণায় অংশ নিতে উৎসাহিত বোধ করেছেন, তবে মাত্র ৩৮.৩% প্রকৃতপক্ষে গবেষণা-সম্পর্কিত কর্মশালা বা প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৯৩.২%) একমত হয়েছেন যে গবেষণার উপাদান পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এছাড়াও, ৯২% এর বেশি শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে নিয়মিত সেমিনার এবং প্রতিযোগিতার গুরুত্ব সমর্থন করেছেন। এটি কাঠামোগত এবং টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের জন্য একটি দৃঢ় চাহিদা নির্দেশ করে।

গবেষণা আলোচনা

এই গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাজশাহী কলেজের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান। জনসংখ্যাগত প্রোফাইল অনুযায়ী (সারণি ১), নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা (৫৩.৯%) পুরুষ শিক্ষার্থীর (৪৬.১%) তুলনায় সামান্য বেশি, যা ইঙ্গিত করে যে নারী শিক্ষার্থীরাও সমানভাবে গবেষণার প্রতি আগ্রহী। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোও দেখিয়েছে যে উচ্চশিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীরা

ক্রমবর্ধমানভাবে গবেষণামুখী হয়ে উঠছে (Sax et al., 2015)।

গবেষণা-সম্পর্কিত মনোভাবের ক্ষেত্রে (সারণি ২) দেখা যায়, প্রায় ৮১% উত্তরদাতা গবেষণামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং প্রায় ৭১.৫% তাদের নিজস্ব গবেষণা পরিচালনার ইচ্ছা দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে ৯২% শিক্ষার্থী একমত হয়েছেন যে গবেষণা ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এ ফলাফল Shin এবং Kehm (2013) এর গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে গবেষণা শিক্ষার্থীদের সামাজিক উন্নয়ন ও জ্ঞান সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মাত্র ৩৮.২% শিক্ষার্থী নিয়মিত গবেষণা-সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়েন। এটি নির্দেশ করে যে গবেষণার প্রতি আগ্রহ থাকলেও একাডেমিক অনুশীলন ও দৈনন্দিন চর্চায় সেই আগ্রহ প্রতিফলিত হচ্ছে না। Creswell (2014) এর মতে, গবেষণার প্রতি দীর্ঘমেয়াদি আগ্রহ তৈরি করতে নিয়মিত পঠন-পাঠন ও অনুশীলন অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা এবং অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে, ৭২.৫% শিক্ষার্থী শিক্ষকদের দ্বারা গবেষণায় জড়িত হতে উৎসাহিত বোধ করেছেন। এটি শিক্ষকদের অনুপ্রেরণামূলক ভূমিকার কার্যকারিতা প্রমাণ করে। তবে, মাত্র ৩৮.৩% শিক্ষার্থী বাস্তবে গবেষণা-সম্পর্কিত কর্মশালা বা প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। এটি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দেয়। শিক্ষার্থীরা মনে করেন যে, পাঠ্যক্রমে গবেষণার উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত (৯৩.২% একমত বা সম্পূর্ণ একমত)। এছাড়াও, ৯২% এর বেশি শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে নিয়মিত সেমিনার এবং প্রতিযোগিতার গুরুত্ব সমর্থন করেছেন। এটি একটি কাঠামোগত এবং টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের জন্য দৃঢ় চাহিদা নির্দেশ করে। প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও সহায়তার ক্ষেত্রে (সারণি ৩) ফলাফল থেকে দেখা যায়, মাত্র ৩৮.৩% শিক্ষার্থী গবেষণা-সম্পর্কিত কর্মশালা বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। যদিও ৭২.৫% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে শিক্ষকরা গবেষণায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন, তবুও কাঠামোগত সহায়তার ঘাটতি স্পষ্ট। শিক্ষার্থীদের বিশাল অংশ (৯৩.২%) একমত হয়েছেন যে গবেষণার উপাদান পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং ৯২% শিক্ষার্থী নিয়মিত সেমিনার ও প্রতিযোগিতার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। এই ফলাফল Altbach (2009) এর বিশ্লেষণের সাথে মিলে যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের গবেষণায় সম্পৃক্ত করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও পাঠ্যক্রমিক সংস্কার অপরিহার্য।শিক্ষার্থীরা মনে করেন যে প্রতিযোগিতা, প্রণোদনা এবং ক্ষেত্র গবেষণা (field research) তাদের অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করতে পারে। Rahman এবং Uddin (2019) এর গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সংস্কৃতি উন্নত করতে প্রণোদনা, সেমিনার ও কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এই গবেষণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার প্রতি ইতিবাচক মনোভাবকে প্রতিফলিত করলেও, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও ব্যক্তিগত চর্চার ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট ফাঁক (gap) রয়েছে। শিক্ষার্থীরা গবেষণা-ভিত্তিক পেশাকে আকর্ষণীয় এবং সম্মানজনক মনে করলেও বাস্তবে পর্যাপ্ত সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্যক্রমিক সমন্বয়ের অভাব তাদের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ভবিষ্যতে গবেষণার প্রতি এই আগ্রহকে কার্যকর রূপ দিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে সুসংগঠিত গবেষণা অবকাঠামো, নিয়মিত সেমিনার-কর্মশালা, প্রণোদনা এবং একাডেমিক সংস্কার গ্রহণ করা অপরিহার্য।

উপসংহার

এই গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে রাজশাহী কলেজের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গবেষণা এবং গবেষণা-ভিত্তিক কর্মজীবনের প্রতি দৃঢ় আগ্রহ ও ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করে। তবে আগ্রহ এবং প্রকৃত অংশগ্রহণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে, বিশেষত গবেষণাপত্র পড়া এবং গবেষণা-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস করে যে গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এবং অনুষদ সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রমে গবেষণা উপাদান অন্তর্ভুক্তি, নিয়মিত সেমিনার, প্রতিযোগিতা এবং ইন্টার্নশিপকে গবেষণায় সম্পৃক্ততার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে সমর্থন করেছে। সামগ্রিকভাবে, ফলাফলগুলো ইঙ্গিত করে যে শিক্ষার্থীদের উচ্চ আগ্রহকে কার্যকর দক্ষতায় রূপান্তরিত করতে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, কাঠামোগত উদ্যোগ এবং অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্যসূত্র

Ahmed, S., & Rahman, M. (2022). Research culture in Bangladeshi universities. *Journal of Higher Education, 15*(2), 45–60.

Altbach, P. G. (2009). Peripheries and centers: Research universities in developing countries. *Asia Pacific Education Review, 10*(1), 15–27.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (4th ed.). Sage Publications.

Khan, T., Rahman, L., & Jahan, N. (2020). Student perceptions on research. *International Journal of Educational Studies, 12*(3), 88–102.

Rahman, M. M., & Uddin, M. J. (2019). Research activities in higher education of Bangladesh: Trends and challenges. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 6*(5), 14–22.

Rajshahi College Presidency. (2023). *Institutional profile of Rajshahi College*. Office of the Presidency.

Sax, L. J., Lehman, K. J., Barthelemy, R. S., & Lim, G. (2015). Women in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). *New Directions for Institutional Research, 2015*(166), 7–20. https://doi.org/10.1002/ir.20092

Shin, J. C., & Kehm, B. M. (2013). *Institutionalization of world-class university in global competition*. Springer.

UNESCO. (2021). *Research for sustainable development*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.